SA Affairs

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 22 NOV 1986
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

দৈনিক সংবাদ

12

সংবাদ

ঢাকা : শনিবার, ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯৩

# ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে পুরানো বুলি

রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের জন্য সংসদ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর জাতীয় পার্টির উদ্যোগে তাদের দলের চেয়ারম্যান এবং রাষ্ট্রপতিকে এক গণসম্বর্ধনা দেয়া হয়। উক্ত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে ছাত্রদল থাকতে পারবে না এই মর্মে আইন প্রণয়ন সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি এইচ, এম এরশাদ বলেন এবং তা কার্যকর কীভাবে করা সম্ভব তৎসম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেন।

তিনি শিক্ষাঙ্গনকে কলুষমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে এধরনের আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

ছাত্র রাজনীতি বন্ধের জন্য সরকারের তরফ থেকে এই উদ্যোগ গ্রহণের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনসহ বিভিন্ন গণসংগঠন মতামত প্রকাশ করেছে। এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রশ্নে তারা সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর নিন্দা করেন।

ছাত্রদের রাজনীতি করা উচিত কি উচিত নয় এ নিয়ে অতীতেও সরকারী মহল থেকে বিতর্ক তোলা হয়েছে।

এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সকল ধরনের গণ-আন্দোলনে ছাত্রদের অংশগ্রহণের জন্য রাজনীতিকরা আহ্বান জানিয়েছেন, আবার ক্ষমতায় গিয়েই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ছাত্রদের ব্যবহারের প্রয়োজন ফুরিয়েছে মনে করে ছাত্রদের প্রতি রাজনীতি না করার উপদেশ দিয়েছে। তাদের বলা হয়েছে 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ।'

পাশাপাশি অতীতকাল থেকে আজ পর্যন্ত জনসমর্থনবিহীন সকল সরকারই আগ বাড়িয়ে ছাত্রদের সমর্থন আদায় করার জন্য তাদের মধ্যে অর্থ ছড়িয়েছে, শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের আমদানীতে তাদের উৎসাহিত করেছে।

এদেশে ১৮ বছর বয়সের নাগরিকদের ভোটদানের অধিকার আছে। ছাত্ররাও ভোটদানের অধিকারী। দেশের নাগরিক হিসেবে তারা ভোট দেবে অথচ রাজনীতি করবে না এ ধরনের যুক্তি হাস্যকর।

অতীতে এদেশের প্রতিটি গণআন্দোলনে ছাত্ররা গৌরবজনক ভূমিকা রেখেছে, ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতাযুদ্ধে ছাত্রদের অবদান কোন সরকারেরই অজানা নয়। আর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে ছাত্র সংগঠনগুলোকে নাম লেখাতে '৭৬ সালে সরকারই বাধ্য করেছে। বর্তমান রাষ্ট্রপতির গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জাতীয় ছাত্র সমাজের বিভিন্ন কলেজ শাখার ব্যানার সভাস্থলে শোভা পেয়েছে। আর সেখান থেকে শোনা গেল ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার আহ্বান। একে প্রহসন বা কৌতুক বলে উড়িয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।

এর মধ্য দিয়ে সরকারের স্ববিরোধী নীতিরই প্রকাশ ঘটেছে। ছাত্রদের রাজনীতি বন্ধের আহ্বান একজন নাগরিকের মৌলিক অধিকারের ওপরই হস্তক্ষেপ।

আজকের শিক্ষাঙ্গনে বোমাবাজি ও গোলাগুলির দৃষ্টান্ত দেখিয়ে এবং ছাত্রদের উচ্ছৃংখলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগে মনে হতে পারে যে, শিক্ষাঙ্গনকে কলুষমুক্ত করার ব্যাপারে এছাড়া বোধ হয় কিছু করার নেই।

পাকিস্তান আমল থেকে সরকার নিজেদের স্বার্থে ছাত্রদের সমর্থন আদায়ের জন্য টাকা পয়সা ছড়িয়ে এবং সরকারী ছত্রছায়ায় পেশীশক্তির মহড়াকে উৎসাহিত করে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতির নামে হিংসাত্মক কার্যকলাপকে মদদ দিয়ে আসছে।

এই অশুভ এবং অস্বাস্থ্যকর ধারা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে ক্রমানুয়ে সংক্রমিত হবে এটাই স্বাভাবিক। হয়েছেও তাই।

ছাত্র রাজনীতিতে হিংসা ও উচ্ছৃঙ্খলতার ইতিহাস কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সরকার ও রাজনীতিক দলগুলোই ছাত্র রাজনীতির বর্তমান অসুস্থ ধারার জন্য দায়ী। শিক্ষাঙ্গনকে কলুষমুক্ত অর্থাৎ হিংসার রাজনীতি ও অস্ত্রমুক্ত করতে হলে প্রথমতঃ সরকারকে বিশেষ কোন ছাত্র সংগঠনকে মদদ দানের নীতি পরিহার করতে হবে। টাকা-পয়সা ও অস্ত্রপ্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করে ছাত্রদের মস্তানে পরিণত করার পরিণাম যে ভয়াবহ এটা উপলব্ধিই যথেষ্ট নয়।

ছাত্রদের নিজস্ব সমস্যা নিয়ে আন্দোলন এবং দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে জাতীয় আদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি সমর্থনের প্রশ্নে ছাত্ররা উদাসীন থাকতে পারে না। ছাত্রদের খারাপ করেছে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোই তাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ ও ক্ষমতার রাজনীতিতে ব্যবহার করে। দলীয় রাজনীতির নামে ছাত্র সংগঠনগুলোকে পরস্পরের বিরুদ্ধে হানাহানিতে উৎসাহিত করার রীতি পরিত্যাগ করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারের দায়িত্ব সর্বাধিক। কারণ অর্থ ও অস্ত্রের ব্যাপারে ক্ষমতার ছত্রছায়ায় থেকে যতটা সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় ক্ষমতাহীন অবস্থায় সেই সুযোগ সীমিত হয়ে আসে।

এক্ষেত্রে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো যদি ছাত্রদের সমস্যা সম্পর্কে সহযোগিতামূলক মনোভাবের পরিচয় দিতে পারেন তবে উত্তম। ছাত্রদের শিক্ষার সমস্যাসহ বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের পথে না গিয়ে তাদের ওপর খেয়ালখুশীমত কিছু চাপিয়ে দেয়ার নীতি গ্রহণ করা হলে সচেতন ছাত্ররা তা কোনক্রমেই মেনে নিতে পারে না।

ছাত্রদের দাবী দমননীতি চালিয়ে এবং পেটোয়া ছাত্র সংগঠন সৃষ্টি করে অস্বীকার করার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ছাত্র আন্দোলন জঙ্গীরূপ ধারণ করে আসছে। এ শিক্ষা কারুর বিস্মৃত হলে চলবে না।

সমস্যাকে জিইয়ে রেখে আইন প্রণয়নের নামে ছাত্রদের রাজনীতি করার অধিকার হরণ করার প্রচেষ্টার পরিণতি দেশের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করবে, শিক্ষার পরিবেশ সব কিছুই বিনষ্ট করবে। শিক্ষাঙ্গনে শৃঙ্খলা ফেরাতে হলে সরকারের প্রতি সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে ছাত্রদের মধ্যে প্রলোভনজাল বিস্তারের নীতি পরিত্যাগ করতে হবে।

একথা সবাই জানেন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন অস্ত্র তৈরী হয় না। বাইর থেকে কিভাবে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের কাছে অস্ত্র আসে এবং ক্ষমতার সুযোগে ছাত্রদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের কারণে তাদের দুর্নীতিবাজ করে তোলা হচ্ছে তার অজস্র নজীর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। রাজনীতির স্বার্থে খুনীদের সাজা মওকুফ করে মুক্তি দেয়ার নজীর তো বিগত সরকারের আমলেই দেখা গেছে। এ ধরনের মানসিকতায় ভাটা পড়েছে, ছাত্রদের নিয়ে সরকারী দলের ভূমিকা থেকে এমন কথা বলার সময় আসেনি।

ছাত্রদের রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নিয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং পরমত সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়া যায় না। সরকারকে এটা অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে হিংসা ও অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধে সাফল্য ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করেই অর্জন সম্ভব।